দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১

শিক্ষা বৃত্তির নামে ছাত্রশিবিরের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নতুন করে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র শুরু

মাহবুব মিলন

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের এককালীন শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের নামে ইসলামী ছাত্রশিবির মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নতুন করে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষার স্তরগুলোতে শিক্ষা বৃত্তির ফাঁদ পেতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করেছে মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতাকারী মৌলবাদী সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। শিবির মহান মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের বিনিময়ে দলে ভেড়ানোর পৃঃ ৫ কঃ ৪

শিক্ষা বৃত্তির নামে ছাত্রশিবিরের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রলোভন দেখাচ্ছে, যা মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করার সামিল। শিবির এর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মনে করছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানরা। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর এ তিন ক্যাটাগরিতে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করবে শিবির। এ লক্ষ্যে তারা দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার লাগিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে।

শিবিরের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বৃত্তি প্রদান প্রসঙ্গে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ড. শাহরিয়ার কবির ইনকিলাবকে বলেন, '১৯৭১ সালের আল বদর বাহিনীর সদস্য পাকিস্তান ছাত্রসংঘের রূপান্তরিত নাম হচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির। সে সময় তারা দেশের মুক্তিকামী মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। কয়েকদিন আগে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনের নামে তারা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে লাথি মেরেছে। আর এখন তারা সে মুক্তিযোদ্ধাদের টাকার বিনিময়ে পুরস্কৃত করতে চায়। এর চাইতে বড় ধৃষ্টতা আর হতে পারে না। এর মাধ্যমে তারা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করছে'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের এই বৃত্তি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করা উচিৎ। সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বৃত্তি প্রদানের নামে শিবির তাদের চেহারা পরিবর্তনের অপচেষ্টা করছে'। এছাড়া এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রজন্ম '৭১ চট্টগ্রামের সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. গাজী সালাহ উদ্দিন। তিনি বলেন, 'শিবির বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতাবিরোধী লেবাস পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সংগঠন 'আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান'কে প্রতিহত করার জন্যই তাদের এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা। শিবির এখন ভোল পাল্টে টাকার বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করার চেষ্টা করছে'। জানা যায়, গত মাসে স্বাধীনতা দিবসের পরদিন থেকে বাংলাদেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তারা এ বৃত্তি প্রদানের জন্য পোস্টার লাগিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করার 'অংশ হিসেবে এবারই প্রথম মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের এককালীন শিক্ষা বৃত্তি '০৯ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে'। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি শিশির মুহাম্মদ মনির জানান, 'দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করার পর মোট ৫০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এটি শিবিরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর একটি অংশ'। তবে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৫০ জনকে কিভাবে বাছাই করা হবে তা তিনি জানেন না বলে জানান। যুদ্ধাপরাধীদের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতি বলতে পারবেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৫ জনকে ৫ হাজার টাকা, স্নাতক পর্যায়ে ২৫ জনকে ৭ হাজার টাকা এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রতি জনকে ৮ হাজার টাকা করে মোট ১০ জনকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে। আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক মার্কশিটের ফটোকপি ও পিতার মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে বলা হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন শিবিরের মুক্তিযোদ্ধা প্রীতিতে অনেকেই হতবাক হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খিলগাঁও গভঃ কলোনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোকলেছুর রহমান ইনকিলাবকে জানান, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য শিবির এই অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে তারা নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাপ্রেমী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সকল দেশপ্রেমী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের উচিৎ তাদের প্রতিহত করা'।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি হেলাল উদ্দিন নিজামী ইনকিলাবকে বলেন, 'শিবির স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতাকারী জামায়াতের অঙ্গসংগঠন। এখন পর্যন্ত জামায়াত দেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই তারা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কটাক্ষ করে চলছে। সেখানে শিবিরের এই কর্মকাণ্ড অপরাজনীতির একটি অংশ।